দৈনিক বাংলা ৭

তারিখ 21 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

বিএল কলেজ অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা

খুলনায় হাঙ্গামা ঃ ২ জন ছাত্র নিহত ঃ বিডিআর মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ খুলনা, ২০ সেপ্টেম্বর।– সোমবার খুলনায় প্রতিপক্ষের হামলায় দৌলতপুর বিএল সরকারী কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী আবদুল হালিম ও আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র আমানুল্লাহ আমান নিহত হয়েছে ও অন্ততঃ ৩৫ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১৬ জনকে হাসপাতাল ও বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। বিএল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শহরে বিডিআর টহল দিচ্ছে এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ ও রিজার্ভ পুলিশ স্পর্শকাতর স্থানগুলো পাহারা দিচ্ছে। ৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার সকাল ১০–৩০ মিনিটে মহানগরী ছাত্রশিবির সাধারণ সম্পাদক ওসিঅর রহমানসহ কয়েকজন শিবির নেতা মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজে গেলে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের সমর্থক তাদেরকে ধাওয়া করে। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ নিরাপত্তা নিয়ে তাদেরকে কলেজের বাইরে বের করে দেন। শিবির এই হামলার প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

পরে বেলা ১–৫০ মিনিটের সময়ে ৫০/৬০ জন সশস্ত্র যুবক আলীয়া মাদ্রাসার মধ্যে ঢুকে কয়েকটি কক্ষে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় ও অসংখ্য হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। তাদের গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ২০ জন ছাত্র আহত হয়। এখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে আশাশুনি থানার দর্গাপুর গ্রামের মৃত শেখ শহীদুল্লার পুত্র আমানুল্লাহ ঘটনাস্থলে মারা যায়। সে নবম শ্রেণীর ছাত্র এবং এতিমখানায় থাকতো। আহতদের অধিকাংশই আলীয়া মাদ্রাসার এতিমখানার ছাত্র। তারা সবাই দুপুরের ভাত খাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। আহতদের ৯ জনকে

(৩-এর পৃঃ ৩–এর কঃ দ্রঃ)

খুলনায় হাঙ্গামা ঃ ২ ছাত্র নিহত

(প্রথম পৃঃ পর)

হাসপাতাল ও বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত আমানুল্লাহকে শিবিরকর্মী বলে দাবী করা হয়েছে।

পরে ২–৩০ মিঃ ২শ' জন বহিরাগত বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিএল কলেজে প্রবেশ করে শিবির নেতা ও কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। তাদের আক্রমণের ভয়ে কয়েকজন কলেজ ছাত্র মসজিদের মধ্যে আশ্রয় নিলে দরজা ভেঙ্গে তাদেরকে কোপানো হয়। মসজিদের দেওয়ালে ও মেঝেতে ছোপ ছোপ রক্ত লেগে রয়েছে। এখানে কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও কলেজ ছাত্র শিবিরের সভাপতি মুন্সী আব্দুল হালিম প্রথমে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেলে তার গলায় চাইনিজ কুড়াল দিয়ে গভীর জখম করা হয়। পরে সে হাসপাতালে মারা যায়। সে ফুলতলা থানার অশিয়ালী গ্রামের মুন্সী মোহাম্মদ আলীর পুত্র ও হিসাব বিজ্ঞানের ২য় বর্ষের ছাত্র। এরপর হামলাকারীরা তিতুমীর ও মোহসীন হলে হামলা চালায়। তারা তিতুমীর হলে ১০টি কক্ষ তছনছ করে ও দু'টি কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেয়। ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক ও শিবির নেতা রহমতকে গুলিবিদ্ধ করার পর কোপানো হয়। পরে দোতলা থেকে তাকে ছেচড়িয়ে টেনে নীচে নামানো হয়। হলের দোতলা থেকে নীচ পর্যন্ত ছোপ ছোপ রক্তের দাগ রয়েছে।

পুরা তিতুমীর হলে ধ্বংসযজ্ঞের ছাপ রয়েছে। মোহসীন হলে ১০৩, ২০৩ ও ৩০৬নং কক্ষ তিনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে অন্ততঃ ১২ জন আহত হয় এবং তাদের মধ্যে ৮ জনকে ২৫০ বেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিবির নেতা রহমতের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পরে সন্ধ্যায় ছাত্র শিবির জামায়াত কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সভা করে এবং জামায়াত কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক ওসিঅর রহমান মন্টু এবং মহানগর সভাপতি শেখ আব্দুল ওদুদ বক্তব্য রাখেন। তারা সিটি কলেজের ঘটনায় ছাত্রলীগ, আলীয়া মাদ্রাসার ঘটনায় ছাত্রদল, বিএল কলেজের ঘটনায় ছাত্রদল ও ছাত্র মৈত্রী এবং আযম খান কমার্স কলেজের হোস্টেলে হামলার ঘটনায় ছাত্রদলকে দায়ী করেন। তারা বলেন, বিএল কলেজের শিবিরকর্মী মাকসুদুর রহমান মিলন ও জিএস বাবলু নিখোঁজ রয়েছে। আজকের ঘটনাসমূহে পুলিশের ভূমিকাকে তারা "রহস্যজনক" বলে আখ্যায়িত করেন। তারা বলেন, যে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পুলিশের আগমন ঘটে। তারা দাবী করেন যে বিএল কলেজের আক্রমণে কাটা রাইফেল, রিভলবার, চাইনিজ কুড়াল, হাতবোমা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ছাত্রশিবির প্রতিবাদের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে মঙ্গলবার সকাল ১০টায় বিএল কলেজে জানাজা এবং বাদ জোহর আলীয় মাদ্রাসায় জানাজা। বুধবার খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকায় অর্ধদিবস হরতাল। বৃহস্পতিবার হোটেল রয়্যাল চত্বরে বৃহৎ প্রতিবাদ সমাবেশ এবং শুক্রবার সব মসজিদে দোয়াদিবস পালন।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, শহরের শান্তি বজায় রাখার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং আজকের ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা খুলনা থেকে জানান ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার জের হিসাবে সোমবার মহানগরী খুলনা বিএল কলেজ, আলীয়া মাদ্রাসা, সিটি কলেজ ও কমার্স কলেজের ছাত্রাবাসে সশস্ত্র হামলায় আহতদের মধ্যে মিঠু (২১), দেলোয়ার (১৯), আজিজুর রহমান (২৭), আতাহার হোসেন (২৩), মাহাফুজুর রহমান (২৬), শরিফুল (২০), আঃ রহিম (২৮), হালিম (২৩), রহমত (২৬), আল আমিন (২০), শামীম (২২) ও মনিরুজ্জামানকে (২০), খুলনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

উভয় হত্যাকান্ডের জন্য আলাদা আলাদাভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে।